দৈনিক খবর

তারিখ 02 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সবার জন্যে শিক্ষা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্প্রতি ফেনী জেলার পল্লী অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী উদ্বোধনকালে বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে শিক্ষা অপরিহার্য। তাই আমাদের উৎপাদন ও সার্বিক উন্নয়নের জন্যে গৃহীত সকল কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে হলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই যে, আমাদের সীমাহীন দারিদ্র্য এবং সকল প্রকার পশ্চাৎপদতার মূলে সবচেয়ে বড় যে কারণ তা হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। দেশের শতকরা ৭৬ জন মানুষ এখনও নিরক্ষর। এ নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। কেননা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সর্ব প্রধান বাহন হচ্ছে শিক্ষা। সে জন্যেই বলা হয়ে থাকে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।' শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর কোন জাতিই উন্নয়নের কাংখিত লক্ষ্যে পৌছুতে পারে না। একটি সভ্য, কুসংস্কারমুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে নিঃসন্দেহে শিক্ষার ওপরই আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো, শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দিয়েই ঐসব দেশ পর্বত প্রমাণ সমস্যার মোকাবেলা করে উন্নয়নের কাংখিত লক্ষ্যে পৌছুতে সক্ষম হয়েছে। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে বাধা অপসারণের পথ সুপ্রশস্ত করেছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের মত সমস্যা জর্জরিত ও দারিদ্র্য প্রপীড়িত দেশে সমস্যা উত্তরণের পন্থা হিসেবে যেখানে শুরু থেকেই শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিলো সেখানে এ বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয়নি। আর তা দেয়া হয়নি বলেই স্বাধীনতার ২২ বছর পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার হার শতকরা ২৪ ভাগের বেশী বাড়ানো যায়নি। অথচ প্রায় একই রকম আর্থ-সামাজিক অবস্থার অধিকারী পার্শ্ববর্তী দেশগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টান্তও তারা স্থাপন করেছে।

তবু আশার কথা, বিলম্বে হলেও সরকার এটা অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, দেশ ও দশের কল্যাণ করতে হলে, দারিদ্র্যের নির্মম অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে সরকার '৯২ সাল থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছেন। এ সিদ্ধান্তটি সাবেক এরশাদ সরকারের আমলে নেয়া হলেও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন বর্তমান সরকার। এ জন্যে বর্তমান সরকারকে অবশ্যই আমরা সাধুবাদ জানাবো। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে নিরক্ষরতার হার কমে আসবে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হবে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে এমন কিছু বাস্তব সমস্যা রয়েছে যেগুলো দূর করতে না পারলে সরকারের শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশংকাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যেমন অভিযোগ রয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও দেশের বিভিন্ন এলাকার বহু সংখ্যক স্কুলগমনোপযোগী ছেলে-মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয় না বা হলেও তাদের অনেকে এক পর্যায়ে স্কুলের পড়া ছেড়ে দেয়। পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই এ সংক্রান্ত খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে। স্কুল গমনোপযোগী অসংখ্য ছেলে-মেয়ের স্কুলে ভর্তি না হওয়া বা ভর্তি হওয়ার পর স্কুল ছেড়ে দেয়ার এ প্রবণতার পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে দারিদ্র্যকে। এটা খুবই সত্য কথা যে, শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বহু অভিভাবক তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে নিরুৎসাহ বোধ করেন শুধু একটি কারণেই, আর তা হলো তাদের আর্থিক টানাপোড়েন।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়তে গিয়ে বেতন দিতে হয় না। অধিকন্তু পাঠ্য বইও বিনামূল্যে সরবরাহ করার রীতি সরকার চালু রেখেছেন এসব সুবিধা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হয়েছে- এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এর বাইরেও কিছু খরচপাতি আছে- স্কুলে পড়তে গেলে যেগুলো অভিভাবককেই বহন করতে হয়। জামা-কাপড়, খাতা, পেন্সিল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণের জন্যে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর পেছনেই অভিভাবকদের কিছু না কিছু ব্যয় করতেই হয়। অথচ সেরকম ব্যয় করার মত আর্থিক সামর্থ্য অনেক অভিভাবকেরই নেই।

তাছাড়া এমন অনেক অভিভাবক আছেন যাদের টানাটানির সংসারে ছেলে-মেয়েরা কাজ না করলে সংসার অচল। ক্ষেত-খামার নয়তো অন্য কোন ক্ষেত্রে শ্রম দিয়ে দুটো টাকা আয় করে ওরা বাবা-মার সংসারে সাহায্য করে। স্কুলে পড়তে গেলে এ সাহায্যের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে- এ আশংকায় বহু অভিভাবক তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে চান না। তারা পড়াশুনার চাইতে গায়েগতরে খেটে বাবা-মার সংসারে সাহায্য করুক- এটাই কায়মনোবাক্যে প্রত্যাশা করেন স্কুল গমনোপযোগী ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে। আবার এমন শিশুর সংখ্যাও কম নয় যারা অভিভাবকহীন এতিম। যে কারণে শৈশবেই তাদের জীবিকার সন্ধানে নামতে হয় বাঁচার তাগিদে। ইচ্ছা থাকলেও তাদের পড়াশুনার সুযোগ হয়ে উঠে না।

এই দরিদ্র শ্রেণীর ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকদের এ বাস্তব সমস্যার কথা উপলব্ধি করেই সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। এ কর্মসূচীর অধীনে প্রতিটি দরিদ্র ছাত্র কিংবা ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন অব্যাহত রাখলে তাদের পরিবারকে মাসে ১৫ কিলোগ্রাম খাদ্য দেয়া হবে। আর একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছাত্র সম্বলিত দরিদ্র পরিবারগুলো মাসে সর্বাধিক ৩০ কিলোগ্রাম খাদ্য পাবে। প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ, চলতি বছরে সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে ১ লাখ ২৪ হাজার টন খাদ্য বরাদ্দ করেছেন। দেশের ৪ হাজার ৬শ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৭ লাখ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এ খাদ্য বিতরণ করার কথা। ধারণা করা হচ্ছে, এর দ্বারা অন্ততঃ ৫ লাখ দরিদ্র পরিবার উপকৃত হবে। প্রকাশ, দেশের সব ক'টি থানার একটি ইউনিয়নের প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এ বরাদ্দেরআওতায়পড়বে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর এ উদ্যোগ সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রভূতভাবে সাহায্য করবে যদি উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে কোন প্রকার ঝুট-ঝামেলা বা বিপত্তি না দেখা দেয়। অভাবের কারণে স্কুল গমনোপযোগী যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে স্কুলে ভর্তি হতে নিরুৎসাহ বোধ করতো বা ভর্তি হয়েও এক পর্যায়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো তারা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত হবে এবং পড়াশুনোয় উৎসাহী হবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় বাধা সেটা অপসারণের জন্যে সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ কর্মসূচীতে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সরকারের সদিচ্ছা বা আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আশা করবো, যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতা বৃহত্তর পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হবে। একই সাথে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান অপরাপর সমস্যাগুলো দূর করার জন্যেও সরকারকে সচেষ্ট হতে বলবো। শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদির অভাব এবং জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে বহু স্কুল ভবনে পাঠদানে সমস্যার যে সমস্ত অভিযোগের কথা প্রায়ই শোনা যায় সেগুলো জরুরী ভিত্তিতে দূর করার জন্যে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেটাও আমরা আশা করছি। সবার জন্যে শিক্ষা এ লক্ষ্যে আমরা যাতে সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি দেশ ও দশের স্বার্থে আমাদের সে ভাবেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে কেননা, আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষার বিকল্প আর কিছু নেই।